তারিখ 29 APR 1988

12

শিক্ষাঙ্গন

বয়স্ক শিক্ষা

শিক্ষাই একটি জাতিকে জ্ঞানের আলো দেয়, তাই শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। পৃথিবীর যে সব দেশ আজ উন্নতির শীর্ষে তাদের প্রত্যেকেই আগে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বোন্নত হয়েছে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই নব্বই থেকে আটানব্বই জন লোক শিক্ষিত আর আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৯·২ জন। অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতাই আমাদের বড় ব্যাধি। কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার বাড়াতে হবে সর্বপ্রথমে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বনির্ভরতা। অথচ আমাদের জনসংখ্যা দিন দিন যে হারে বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে খাদ্যসমস্যাও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্যে অপরিহার্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পদ্ধতির সংস্কার, সমবায় প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি। সরকার এজন্যে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন, কিন্তু আশাপ্রদ কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর মূল কারণ অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা। একটি জাতি শিক্ষিত না হলে এই সমস্যাগুলো অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে না, আর শিক্ষার অভাব থেকেই তো এসব জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি ও বিকাশ।

নিরক্ষরতা কেবল ব্যক্তির জন্যই অভিশাপ নয়, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জাতির প্রতি পদক্ষেপে প্রতিবন্ধক। অশিক্ষিত মানুষ দিয়ে ব্যক্তির, সমাজ, রাষ্ট্রের বা জাতির কোন উপকারই সাধিত হয় না। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় এই চারটি স্তরেই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা আমাদের সমস্ত প্রগতি ও সমৃদ্ধির বাধাস্বরূপ। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ, অত্যধিক জনসংখ্যা ও খাদ্যসমস্যা এর মেরুদণ্ডকে সোজা করতে দিচ্ছে না। সর্বোপরি এ দেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত (শতকরা ৭০·৮ জনই নিরক্ষর) একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাই গ্রাম থেকেই শুরু করতে হবে শিক্ষিত জনশক্তি ও দেশ গড়ার প্রকল্প। কেননা আজকের যুগে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যক্তিরেকে কোন কর্মসূচীই ফলপ্রসূ হয় না। শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যেই নিরক্ষরতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এই অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক। অবশ্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারী আওতায় আনা হয়েছে। সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরের জন্য একটি অতিরিক্ত শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের বর্তমান লক্ষ্য বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সে উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সরকারী উদ্যোগে অনেক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিনা বেতনে সেগুলোতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে অক্ষর জ্ঞান দেয়া হচ্ছে। বই-খাতাপত্র প্রয়োজনবোধে অর্থ সাহায্য দিয়েও এই কার্যক্রমকে সফল করার প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যেক জেলায় এজন্যে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে অন্ততঃ একজন করে বয়স্ক অশিক্ষিত লোককে শিক্ষিত করতে হবে— পাঠ্যসূচীতে তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষিত যুবসমাজ অশিক্ষিত লোকজনকে শিক্ষিত করছে। শহরাঞ্চলেও প্রতি পাড়ায় পাড়ায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। তথায় রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, কারখানার শ্রমিক সকলেই অক্ষর জ্ঞান লাভ করে জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজন আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সহায়তা। সরকার এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও অর্থ অনুমোদন করতে পারেন মাত্র। কিন্তু আমাদের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের এটি একটি অবশ্য কর্তব্য 'দেশকে, শিক্ষার জ্ঞানে আলোকিত করা'। সরকার দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশ থেকে অচিরেই নিরক্ষরতা দূর করতে বদ্ধপরিকর। উন্নত সমাজ ও জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং শিক্ষিত মানুষ নিরক্ষরতা বা মুর্খতা দূরীকরণকে স্বদেশপ্রেমের অঙ্গ ভেবে তাদের অবসরে যদি এতে অংশ নেন, তবে ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন আদৌ অসম্ভব নয়।

অতএব, জাতিকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পথে উদ্বুদ্ধ করে বয়স্ক শিক্ষাকে অব্যাহত রাখতে হবে। স্বাধীন স্বার্বভৌম এ দেশকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে, আর এ গড়ার পথে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষাই হবে অপরিহার্য।

—মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান (নোমান)